Litinfinite Journal, *Vol-4, Issue-1*, (2nd July, 2022)
ISSN: 2582-0400 [Online], CODEN: LITIBR
DOI: 10.47365/litinfinite.4.1.2022.63-70
Page No: 63-70, Section: Article

জাপানে প্রসবকালীন সময়ে প্রচলিত সাতোগায়েরি শুশসান রীতিনীতির তাৎপর্য

(Title translated in English - Significance of Japanese Childbirth Rites: With Special Reference to the Practice of Satogaeri-shussan)

Dr. Hiya Mukherjee
Consultant in Japanese Language, School of Foreign Languages, Indira Gandhi National Open University, New Delhi, India.
Mail Id: hiyamukherjee1990@gmail.com | ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0452-1749

Abstract

This paper aims to discuss why Japanese women still practice their traditional age-old ritual like Satogaeri-shussan even in contemporary times, particularly when rapid modernization and urbanization have already taken place all over Japan. From the perspective of Japanese women from Nagoya city, this paper will examine why Japanese women during their pregnancy and the young mothers after giving childbirth feel the necessity to conduct the ritual of Satogaeri-shussan. In addition, this paper will describe their impressions or thoughts about this ritualistic practice. Unlike the previous studies related to Satogaeri-shussan, this paper will seek contemporary Japanese women's point of view on Satogaeri- shussan. This paper will mainly rely on the primary and secondary data for the analysis. Around 61 informants have participated in the face-to-face interview survey, and 747 informants have participated in the questionnaire survey conducted by the author between 2018 and 2020. Finally, this paper will conclude that even if so many changes have taken place in the way of performing traditional rituals or day-to-day life of Japanese people due to modernization and rapid economic growth, still many Japanese women love to preserve and continue their conventional childbirth practices and customs because their previous generation has handed down this traditional childbirth custom to them.

Keywords: Japanese childbirth rituals, Contemporary times, Japanese women, Nagoya city, Satogaeri-shussan

Litinfinite Journal Is Indexed By MLA Directory Of Periodicals & MLA International Bibliography, DOAJ, EBSCO, ProQuest, SCILIT, Ulrichsweb & Ulrich's Periodicals Directory, ICI World Of Journals, ERIH PLUS, J-Gate, JISC-*Sherpa Romeo*, DRJI, EuroPub & Other Major Indexing Services. (This Open Access article is published under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License.)

Litinfinite Journal, *Vol-4, Issue-1*, (2nd July, 2022)
ISSN: 2582-0400 [Online], CODEN: LITIBR
DOI: 10.47365/litinfinite.4.1.2022.63-70
Page No: 63-70, Section: Article

ভূমিকা

জাপানে কোনো মহিলা যখন গর্ভবতী হয় তখন থেকেই নানান ধরনের সনাতন রীতিনীতি গুলিকে পালন করা হয়ে থাকে যাতে গর্ভবতী মহিলা সুস্থভাবে একটি শিশুকে জন্ম দিতে পারে। পুরাতন কাল থেকে গর্ভাবস্থা এবং প্রসবের সাথে যুক্ত বিভিন্নরকম সনাতন রীতি আজও জাপানে পালন করা হয়।

জাপানে শিশু জন্মানোর সময়ে প্রচলিত বিভিন্ন সনাতন রীতিনীতি গুলিকে নিয়ে ইতিপূর্বে অনেক গবেষণা করা হয়েছে। কিন্তু বেশীরভাগ গবেষণা নির্দিষ্ট এলাকাকে কেন্দ্র করে এবং সর্বোপরি জাপানি গবেষকদের দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। শুধুমাত্র তাই নয়, বেশীরভাগ গবেষণা পত্র আবার জাপানি ভাষাতে ক্রমাগত লেখা ও প্রকাশিত হওয়ার দরুন, জাপানি সমাজে শিশু জন্মানোর সময়ে প্রচলিত রীতিনীতি গুলির আক্ষরিক তাৎপর্য সম্বন্ধে আমাদের ঠিক জানা হয়ে ওঠে না। বিশেষকরে এই একুশ শতকে যেখানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত নানা দিক দিয়ে এতো উন্নত জাপানের মতো দেশে কেন এবং কী কারণে আজও জাপানি মহিলারা তাঁদের পুরাতন কাল থেকে চলে আসা সনাতন রীতিনীতি গুলিকে ভক্তিভরে পালন করে থাকে সেই বিষয়ে গবেষণা করা হয় নি বললেই চলে। বিশেষকরে জাপানি মহিলা ও নতুন প্রজন্মের মায়েদের ব্যাক্তিগত মতামতের উপর ভিত্তি করে শিশু জন্মানোর সময়ে প্রচলিত সনাতন রীতিনীতি গুলি কেমনভাবে পালিত হচ্ছে সেই বিষয়ে কোনো গবেষণা করা হয় নি বললেই চলে। আর সেই কারণে এই রিসার্চ পেপারের মাধ্যমে আমি বর্তমান কালে জাপানি মহিলারা কী ভাবে এবং কেন তাঁরা প্রসবের আগে ও পরবর্তী সময়ে পুরাতন কাল থেকে পালিত হয়ে আসা সনাতন রীতি "সাতোগায়েরি শুশসান" কে পালন করে থাকে সেই বিষয়ে গভীরভাবে অনুসন্ধান করবার চেষ্টা করেছি। আবার "সাতোগায়েরি শুশসান" সংক্রান্ত যে সমস্ত গবেষণা ইতিপূর্বে করা হয়েছে সেই গুলিকে বিচার ও বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে বেশীরভাগ গবেষণা পত্র "সাতোগায়েরি শুশসান" রীতিটি জাপানি মহিলাদের জীবনে কী ধরনের ভূমিকা পালন করে থাকে সেই বিষয়ে একটা সাধারণ ব্যাখ্যা কেবলমাত্র পাওয়া যায়। যেমন কোবায়াশি ইউকিকো (2010: 28-39) গবেষণা পত্র মূলত "সাতোগায়েরি শুশসান" রীতিটি বিবাহ পরবর্তী কালে একটি মা এবং তাঁর কন্যা সন্তানের মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্ককে শক্তিশালী করবার জন্য কী ভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে সেই বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়। কোবায়াশি যেহেতু নিজে একজন প্রশিক্ষণ নার্স ছিলেন সেই কারণে তিনি তাঁর গবেষণা পত্রটি একজন নার্সের দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করবার চেষ্টা করেন। তিনি মূলত হাসপাতালে বাচ্চা হওয়ার জন্য আগত ১৪ জন প্রসূতি মহিলাদের উপর তাঁর এই গবেষণা চালায় এবং "সাতোগায়েরি শুশসান" রীতিটি, তাঁদের সাথে তাঁদের মায়েদের সম্পর্কের উন্নতি করবার জন্য কী ভূমিকা নিয়েছিল সেই বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন। তাছাড়াও ওনার গবেষণা পত্রটি, সাতোগায়েরি শুশসান রীতিটি সম্বন্ধে বর্তমান প্রজন্মের জাপানি মহিলারা কি অভিমত পোষণ করেন সেই বিষয়ে কোনোরকম উল্লেখ পাওয়া যায় না।

তাঁর ফলে বর্তমান প্রজন্মের জাপানি গর্ভবতী মহিলা ও মায়েরা কেন এই সনাতন রীতিটিকে বিশেষরকম গুরুত্বের সাথে পালন করতে পছন্দ করে সেই বিষয়ে কোনোরকম কিছু বিস্তারিত ভাবে জানা যায় না। আবার তাকেদা আকেমির (1990 :90-93) গবেষণা পত্রটি মূলত জাপানের টোকিও শহরের পুরাতন লোককাহিনীর উপর ভিত্তি করে প্রকাশিত হওয়া "টোকিও নো মিনযোকুগাকু ৫" থেকে পাওয়া তথ্যকে আধার করে জাপানের মেইজি, তাইশো এবং শোয়া যুগে জন্ম গ্রহন করে থাকা জাপানি মহিলারা কখন এই "সাতোগায়েরি শুশসান" রীতিটিকে পালন করতেন, তাঁদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা কেমন ছিল, এবং কেন কিছু মহিলা "সাতোগায়েরি শুশসান" রীতিটিকে পালন করতে অনিচ্ছুক ছিলেন ইত্যাদি নানান বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি এই গবেষণা পত্রে উল্লেখ করেন, যে সমস্ত মহিলাদের সঙ্গে তাঁদের মায়ের সম্পর্ক একেবারেই ভালো ছিলনা কিংবা মায়ের সাথে কোনো না কোনো কারণে প্রায়ই ঝগড়াঝাঁটি লেগেই থাকত, সেই সমস্ত মহিলারা তাঁদের মায়েদের কাছ থেকে একটা দূরত্ব বজায় রাখার জন্য

Litinfinite Journal Is Indexed By MLA Directory Of Periodicals & MLA International Bibliography, DOAJ, EBSCO, ProQuest, SCILIT, Ulrichsweb & Ulrich's Periodicals Directory, ICI World Of Journals, ERIH PLUS, J-Gate, JISC-*Sherpa Romeo*, DRJI, EuroPub & Other Major Indexing Services. (This Open Access article is published under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License.)

Litinfinite Journal, *Vol-4, Issue-1*, (2nd July, 2022)
ISSN: 2582-0400 [Online], CODEN: LITIBR
DOI: 10.47365/litinfinite.4.1.2022.63-70
Page No: 63-70, Section: Article

বাপের বাড়িতে ফিরে যেত না। আবার অনেক মহিলা নিজের স্বামীর সাথে একসাথে থেকে যাতে বাচ্চাকে লালন পালন করতে পারে তাঁর জন্য এই রীতিটিকে পালন করতে অনিচ্ছুক বোধ করতেন। কিন্তু তাকেদা আকেমির গবেষণা পত্রে বর্তমান কালে (হেইসেই ও রেইওয়া যুগ) জাপানি গর্ভবতী মহিলা ও মায়েরা কেন এবং কী কারণে "সাতোগায়েরি শুশসান" রীতিটিকে পালন করাকে জরুরি বলে মনে করেন, এছাড়াও যারা এই রীতিটিকে পালন করেছেন, তাঁদের বাপের বাড়িতে ফিরে গিয়ে ব্যাক্তিগত অভিজ্ঞতা কী রকম ছিল সেই বিষয়ে আমরা কিছুই জানতে পারি না। তাছাড়াও তাকেদা আকেমির গবেষণাতে কেবলমাত্র পাঁচজন মহিলারা কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের উপর নির্ভর করে "সাতোগায়েরি শুশসান" রীতিটির ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক গুলিকে তুলে ধরা হয়েছে। আবার অন্যদিকে ওহোগা আকিকোর (2009: 64-68) গবেষণা পত্র মূলত এই "সাতোগায়েরি শুশসান" রীতিটিকে কেন্দ্র করে ঠিক কী ধরনের গবেষণা করার প্রবণতা গবেষকদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় সেই বিষয়ে সেকেন্ডারি ডেটার উপর ভিত্তি করে বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেছেন। এর ফলস্বরূপ এখন জাপানে বর্তমানকালে বসবাসকারী গর্ভবতী মহিলা ও মায়েরা "সাতোগায়েরি শুশসান" রীতিটিকে পালন করার জন্য তাঁদের মধ্যে কী ধরনের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় কিংবা কেন তাঁরা এই রীতিটিকে পালন করাটাকে এতো জরুরি বলে মনে করেন সেই বিষয়ে কোনোরকম রিসার্চ সে ভাবে হয় নি বললেই চলে।

এই সমস্ত গবেষণা পত্রগুলিকে বিচার বিশ্লেষণ করলে এটা লক্ষ্য করা যায় যে "সাতোগায়েরি শুশসান" এই বিশেষ রীতিটি কেন এবং কখন জাপানি মহিলারা পালন করে থাকে সেই বিষয়ে সাধারণ একটা বর্ণনা আছে। কিন্তু কোনো পূর্ববর্তী গবেষণা পত্রে, বিশেষকরে জাপানি মহিলা ও মায়েরা এখন এই রীতিটিকে কেমন ভাবে পালন করে চলেছেন তাঁদের কাছে এই সনাতন রীতিটি পালন করাটা কেন এতো প্রয়োজনীয়, এই সনাতন রীতিটির তাৎপর্য সম্বন্ধে তাঁদের কী মতামত সেই বিষয়ে কোনো বিস্তারিত আলোচনা কিংবা গবেষণা সেইভাবে নেই বললেই চলে। সেই কারণে এই রিসার্চ পেপারের প্রধান লক্ষ্য হলো বর্তমানকালে জাপানে নাগোয়া শহরের জাপানি মহিলা ও মায়েরা কেমনভাবে এই রীতিটিকে পালন করে চলেছেন। তাঁদের ব্যাক্তিগত অভিমতের উপর ভিত্তি করে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবো। আর এই বিস্তারিত আলোচনা করবার জন্য আমি জাপানের চিউবু অঞ্চলের রাজধানী শহর নাগোয়াতে বসবাসকারী গর্ভবতী জাপানি মহিলা ও মায়েদের কাছ থেকে সাক্ষাৎকার ও প্রশ্নাবলীর মাধ্যমে জিগাসা করে তথ্য সংগ্রহ করি। এখানে উল্লেখ করতে চাই যে আমার এই রিসার্চ পেপারটি মূলত আমার ফিল্ড ওয়ার্ক সার্ভের থেকে পাওয়া তথ্যের উপর নির্ভর করে আলোচনা করা হয়েছে। জাপানের নাগোয়া শহরে আমি মূলত ২০১৮ সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত এই ফিল্ড ওয়ার্ক সার্ভে করি এবং আমার এই ফিল্ড ওয়ার্ক সার্ভেতে সেখানকার প্রায় ৮০০ জনেরও অধিক জাপানি গর্ভবতী মহিলা ও মায়েরা অংশ গ্রহন করেন। তাঁদের ক্রমাগত সমর্থন ও সাহায্য যদি না থাকত তাহলে হয়তো আমি কখনোই এই রিসার্চ পেপারটি লিখতে পারতাম না।

জাপানে শিশু জন্মানোর সময়ে প্রচলিত "সাতোগায়েরি শুশসান" রীতিটির গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করার আগে এখানে না বললেই নয়, জাপানে একটা শিশু যখন জন্মায় তখন তাঁকে কেন্দ্র করে নানান ধরণের পুরাতন প্রথা, আচার ও রীতিনীতি আজও পালন করা হয়ে থাকে। কিন্তু সময়ে সাথে সাথে সেই সনাতন রীতিনীতি গুলির নিয়মেরও অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। বিশেষকরে সময়ের সাথে সাথে জাপানি সমাজে যেমন দ্রুত আধুনিকীকরণ হয়, তেমনই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নানান ধরনের অগ্রগতিও সমান তালে চলতে থাকে। এর প্রভাব মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার উপরে পড়ে। তার ফলে জীবন চক্রের নানান ধরনের আচার ও অনুষ্ঠানের উপর অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। জাপানে পুরাতন কাল থেকে প্রচলিত প্রসব সংক্রান্ত যে সমস্ত আচার ও রীতিনীতি গুলি আছে সেই গুলিও কালের নিয়মের সাথে অনেক পরিবর্তিত হয়ে এসেছে। জাপানে মূলত শিন্ত ও বৌদ্ধ এই দুই ধর্মের প্রভাব বেশিমাত্রায় দেখতে পাওয়া যায় তাই এই দুই ধর্মের প্রভাব জাপানিদের জন্ম, বিবাহ এবং মৃত্যু সংক্রান্ত রীতিনীতি গুলিতে দেখতে পাওয়া যায়। জাপানি সাহিত্য ও লোককাহিনী থেকে এটা স্পষ্ট যে জাপানে একটি শিশু যখন জন্মায় তখন যে সমস্ত প্রথা ও রীতিনীতি গুলিকে পালন করা হয়

Litinfinite Journal Is Indexed By MLA Directory Of Periodicals & MLA International Bibliography, DOAJ, EBSCO, ProQuest, SCILIT, Ulrichsweb & Ulrich's Periodicals Directory, ICI World Of Journals, ERIH PLUS, J-Gate, JISC-*Sherpa Romeo*, DRJI, EuroPub & Other Major Indexing Services. (This Open Access article is published under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License.)

Litinfinite Journal, *Vol-4, Issue-1*, (2nd July, 2022)
ISSN: 2582-0400 [Online], CODEN: LITIBR
DOI: 10.47365/litinfinite.4.1.2022.63-70
Page No: 63-70, Section: Article

সেগুলির বেশীরভাগই শিন্ত ধর্মকে অনুসরণ করে পালন করা হয়ে থাকে। কিন্তু মৃত্যুর সময়ে যে সমস্ত রীতিনীতি গুলিকে পালন করা হয় সেগুলি মূলত বৌদ্ধ ধর্মকে অনুসরণ করে পালন করা হয়। জাপানে একটা মেয়ে যখন গর্ভবতী হয় কিংবা একটি বাচ্চাকে প্রসব করে তখন বিভিন্ন প্রথা এবং আচারকে পালন করবার জন্য সে যেমন শিন্তো ধর্মের মন্দিরে যায় তেমনই বৌদ্ধ ধর্মের মন্দিরেও গিয়ে থাকে। প্রসবের আগে ও পরে কোথায় গিয়ে প্রার্থনা নবেদন করবেন সেই বিষিয়ে কোনো বাঁধাধরা নির্দিষ্ট নিয়মকানুন নেই। তাই জাপানি মহিলারা গর্ভাবস্থার সময়ে পূজা ও অর্চনা করবার জন্য পরিবারের লোকজনদের সাথে শিন্তো ধর্ম কিংবা বৌদ্ধ ধর্মের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে যায়।

সাতোগায়েরি শুশসান রীতি

জাপানে পুরাতন কাল থেকে একটা শিশু জন্মানোর আগে "সাতোগায়েরি শুশসান" নামক একটি বিশেষ আচার পালন করা হয়ে থাকে। এবারে আলোচনা করা যাক, কী এই "সাতোগায়েরি শুশসান" রীতি? কবে কখন এবং কেন এই রীতিটি পালন করা হয়ে থাকে? পুরাতন কালের সাথে যদি তুলনা করা হয় তবে কেমন ভাবে বর্তমান কালে এই রীতিটি জাপানিরা পালন করে থাকে? জাপানি গর্ভবতী মহিলা ও মায়েরা এই রীতিটি সম্বন্ধে কী অভিমত পোষণ করে? ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশদে এখানে আলোচনা করবো। জাপানি ভাষাতে "সাতো" শব্দের অর্থ হল বাপের বাড়ি। আর "গায়েরি" শব্দের অর্থ হল ফিরে যাওয়া। অর্থাৎ "সাতোগায়েরি" শব্দের পুরো অর্থ হল নিজের পিতামাতার বাড়িতে ফিরে যাওয়া। আর "শুশসান" শব্দের অর্থ হল একটা শিশু প্রসব হওয়া কিংবা একটি শিশুকে জন্ম দেওয়া। "সাতোগায়েরি শুশসান" হলো এমন একটি বিশেষ রীতি যা একটি গর্ভবতী মহিলাকে প্রসবের আগে আরাম ও বিশ্রাম করবার জন্য এবং প্রসবের পরে শরীরের যথাযথ যত্ন নেওয়ার জন্য উৎসাহিত করে থাকে। কবে থেকে এই "সাতোগায়েরি শুশসান" রীতিটিকে পালন করা আরম্ভ হয় সেই বিষয়ে একেবারেই কিছু স্পষ্টভাবে জানা যায় না। ওমুরা সেই নামক গবেষকের গবেষণাতে বলা হয়েছে যে সামন্ততন্ত্র সমাজের গঠন যখন হয় তখন থেকে প্রসবের আগে ও পরবর্তী সময়কালে একটা গর্ভবতী মেয়েকে কোনোরকম শ্রমযুক্ত কাজের সাথে নিযুক্ত করা যাবে না এবং প্রসবকালীন সময় থেকে নবজাতক শিশুটি সুস্থভাবে জন্মানোর পরবর্তী সময়কাল অবধি গর্ভবতী মহিলার অভিভাবকদের নিজেদের সন্তানের সমস্ত দায়িত্বভার ও ডেলিভারির খরচ বহন করাটা একপ্রকার রীতিতে পরিণত হয়েছিল। জাপানি ভাষাতে এটাকে বলা হত সাতোগায়েরি বুনবেণ অর্থাৎ হোমকামিং ডেলিভারি। এরথেকেই বোঝা যাচ্ছে জাপানি মহিলারা যখন গর্ভবতী হয় তখন তাঁরা নিজেদের পেটের ভিতরে থাকা সন্তানটিকে সুস্থ ও নিরাপদ ভাবে জন্ম দেওয়ার জন্য নিজেদের পিতামাতার বাড়িতে ফিরে যায়। আগে কেবলমাত্র জাপানি মহিলারা নিজেদের প্রসূতিকালীন সময়ে, মূলত গর্ভাবস্থার পঞ্চম মাস, সপ্তম মাস কিংবা শিশু জন্মানোর ঠিক আগের মুহূর্তে এই রীতিটিকে পালন করবার জন্য বাপের বাড়িতে ফিরে যেত। যেহেতু বাপের বাড়ি প্রত্যেক মেয়ের কাছে সব থেকে নিরাপদ আশ্রয় তাই নিজেদের সন্তানকে ঐ নিরাপদ ও চেনা পরিবেশের মধ্যে জন্ম দিতে এবং প্রসবের কয়েকমাস পরেও তাঁরা যাতে তাঁদের সদ্যজাত শিশুটিকে তাঁদের মায়ের পরামর্শে একটু একটু করে লালন পালন করতে পারে সেই জন্য "সাতোগায়েরি শুশসান" রীতিটিকে পালন করে থাকে। সেই কারণে জাপানি মহিলারা পুরাতন কাল থেকেই এই "সাতোগায়েরি শুশসান" রীতিটিকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে আজও পালন করে চলেছে। জাপানের পুরাতন লোককাহিনী ও সাহিত্যকে যদি পর্যালোচনা করি তাহলে বারংবার এটা বলা হয়েছে যে একটা মহিলা যদি তাঁর প্রথম সন্তানকে নিজের বাপের বাড়িতে থেকে প্রসব করে তাহলে সেই শিশুটি সুস্বাস্থ্যে ও সৌভাগ্যের অধিকারী হবে কেননা তাঁর মায়ের জন্মও সেই একই বাড়িতে থেকে হয়েছে বলে। বিশেষকরে আগেকার দিনে যখন হাসপাতালে শিশুকে জন্ম দেওয়ার প্রচলন ছিল না তখন বাড়িতে একজন প্রশিক্ষণ দাইমাকে ডেকে এনে বাড়ির অন্যান্য বয়স্ক মহিলাদের সাহায্য নিয়ে শিশুকে প্রসব করানো হত। তাই সেইসময়ে একটি শিশুর জন্মভিটে অর্থাৎ যে বাড়িতে শিশুটি ভূমিষ্ঠ হত সেই জায়গাটি শিশুটির জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বলে মনে করা হত। কিন্তু আজকাল জাপানের বেশীরভাগ শহর ও গ্রামাঞ্চলে হাসপাতালে শিশু জন্ম নেয় বলে গর্ভবতী মহিলার বাপের বাড়ি কিংবা জন্ম ভিটের ভূমিকার একেবারের কমে গেছে এটা বলা যায় না। কারণ আজও জাপানের

Litinfinite Journal Is Indexed By MLA Directory Of Periodicals & MLA International Bibliography, DOAJ, EBSCO, ProQuest, SCILIT, Ulrichsweb & Ulrich's Periodicals Directory, ICI World Of Journals, ERIH PLUS, J-Gate, JISC-*Sherpa Romeo*, DRJI, EuroPub & Other Major Indexing Services. (This Open Access article is published under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License.)

Litinfinite Journal, *Vol-4, Issue-1*, (2nd July, 2022)
ISSN: 2582-0400 [Online], CODEN: LITIBR
DOI: 10.47365/litinfinite.4.1.2022.63-70
Page No: 63-70, Section: Article

বেশীরভাগ অভিভাবকরা তাঁদের সন্তানের প্রথম বাচ্চা হওয়ার সময়ে সমস্ত খরচ বহন করে থাকে এবং প্রসূতিকালীন সময় থেকে নিজেদের সন্তানের যথেষ্ট যত্ন তাঁরা নিয়ে থাকে। তাঁদের সন্তান যেন কোনো অসুবিধার মধ্যে না পরে তার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকে।

বর্তমান প্রজন্মের বেশীরভাগ জাপানি মহিলারা এই সনাতন রীতিটিকে পালন করবার জন্য নিজেদের গর্ভাবস্থার শেষদিকে বাপের বাড়িতে ফিরে যায় অথবা স্বামীদের কর্মসূত্রে যে এলাকাতে তাঁরা বসবাস করে সেই এলাকার বড়ো কোনো হাসপাতালে শিশুটিকে জন্ম দেওয়ার পর, বিশ্রাম নেওয়ার জন্য বাপের বাড়িতে ফিরে যায়। অনেক সময় কাজের ব্যাস্ত সময়সূচীতে যদি তাঁরা "সাতোগায়েরি শুশসান" রীতিটি কোনো না কোনো কারণ বশত পালন করে উঠতে না পারে তাহলে সেক্ষেত্রে তাঁরা তাঁদের পিতামাতাকে কিংবা নিজের রক্তের সম্পর্কের দিদিকে কিংবা শাশুড়ি মাকে কিছুদিনের জন্যে নিজেদের বর্তমান বাসস্থানে এসে থাকবার জন্য অনুরোধ করে থাকে। এরফলে আগেকার সময়ের মতন জাপানি গর্ভবতী মহিলাদেরকে শিশুকে জন্ম দেওয়ার জন্য দীর্ঘদিনের জন্য স্বামীকে ছেড়ে বাপের বাড়িতে গিয়ে আর থাকতে হয় না। এই নতুন প্রবণতাকে আবার জাপানি ভাষাতে "ইয়ওবিয়সে শুশসান" বলা হয়ে থাকে। জাপানি ভাষাতে "ইয়ওবিয়সে" হল কাউকে ডেকে নিজের কাছে এসে থাকবার জন্য অনুরোধ করা। আগে এই "সাতোগায়েরি শুশসান" রীতিটি পালন করবার জন্য বাপের বাড়িতে ফিরে যাওয়াটা এবং সেখানে থেকে নিজেদের পরিবারের লোকজনদের সাহায্য নিয়ে গর্ভে থাকা শিশুটিকে সুস্থভাবে জন্ম দেওয়া এবং জন্মের পরে সেখানে থেকে মায়ের কাছ থেকে কী ভাবে সদ্যজাত শিশুটিকে লালন পালন করবে সেই সম্পর্কে জ্ঞান সংগ্রহ করাটা এক প্রকার বাধ্যতামূলক প্রথা ছিল জাপানের সর্বত্র। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে "সাতোগায়েরি শুশসান" রীতিটির নিয়মেও অনেক তারতম্য পরিলক্ষিত হয়েছে। "ইয়ওবিয়সে শুশসান" এর জন্য জাপানি মহিলারা মূলত তাঁদের মাকে, কখনো আবার নিজের দিদি বা বোনকে, নিজের শাশুড়ি মাকে ডাকতে পছন্দ করে। জাপানিরা মনে করে এই রীতিটিকে পালন করার মাধ্যমে তাঁরা যে কেবলমাত্র নিজেদের অভিভাবকদের কাছ থেকে সাহায্য পান শুধু তাই নয় বরং এই "সাতোগায়েরি শুশসান" রীতিটি পালন করার মাধ্যমে তাঁরা তাঁদের নিজেদের মা অথবা শাশুড়ি মায়ের সঙ্গে পারস্পারিক সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করে তুলতে পারে। আগে একটা মেয়ে গর্ভবতী হলেই তাঁর শাশুড়ি মা, বাপের বাড়িতে গিয়ে এই রীতিটিকে পালন করবার জন্য একপ্রকার চাপ সৃষ্টি করতো কিন্তু এখন আর এই রীতিটিকে পালন করবার জন্য জাপানি গর্ভবতী মহিলাদেরকে তাঁদের শ্বশুরবাড়ির লোকজনেরা খুব একটা জোরাজুরি করে না বললেই চলে বরং বলা ভালো এই রীতিটিকে পালন করা কিংবা না করা সম্পূর্ণটাই তারা প্রসূতিকালীন মায়েদের নিজস্ব ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিয়েছে।

সাতোগায়েরি শুশসান সম্বন্ধে জাপানি মহিলাদের দৃষ্টিভঙ্গি

যখন আমি বর্তমান কালের জাপানি গর্ভবতী মহিলা ও মায়েদেরকে জিজ্ঞাসা করি কেন এবং কী ভাবে পুরাতন প্রথা ও আচার গুলির নিয়মের ক্রমাগত পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে? সেই প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তাঁরা বলে যে আগেকার সময়ের তুলনায় এখন চিকিৎসা ব্যাবস্থা অনেক বেশী অগ্রগতি হয়েছে এবং আগেকার মতন এখন একটা শিশুকে জন্ম দেওয়াটা গর্ভবতী মহিলার জীবনের জন্য খুব একটা ঝুঁকিপূর্ণ কাজ নয় বললেই চলে। এছাড়াও, তথ্য প্রযুক্তি যত বিস্তার লাভ করেছে তত বেশী করে নতুন নতুন অজানা তথ্য ইন্টারনেট দুনিয়ার মাধ্যমে মানুষের কাছে খুবই সহজে ছড়িয়ে পড়েছে। এরফলে বিভিন্ন ধরনের পুরাতন প্রথা ও আচার অনুষ্ঠানকে কী ভাবে পালন করার উচিত, কখন পালন করা উচিত, পালন করলে কী কী উপকারিতা পাওয়া যায় ইত্যাদি সম্বন্ধে নানান ব্যাখ্যা আমরা দেখতে পাই। কাজেই আচার অনুষ্ঠানের নিয়মের হের ফের শুধুমাত্র সময়ের সাথে সাথে নয়, তথ্যের পরিবর্তনের সাথে সাথে ঘটে চলেছে।

Litinfinite Journal Is Indexed By MLA Directory Of Periodicals & MLA International Bibliography, DOAJ, EBSCO, ProQuest, SCILIT, Ulrichsweb & Ulrich's Periodicals Directory, ICI World Of Journals, ERIH PLUS, J-Gate, JISC-*Sherpa Romeo*, DRJI, EuroPub & Other Major Indexing Services. (This Open Access article is published under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License.)

Litinfinite Journal, *Vol-4, Issue-1*, (2nd July, 2022)
ISSN: 2582-0400 [Online], CODEN: LITIBR
DOI: 10.47365/litinfinite.4.1.2022.63-70
Page No: 63-70, Section: Article

এ প্রসঙ্গে বলে রাখি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত জাপানের বেশীরভাগ অঞ্চলে ও প্রিফেকচারে প্রশিক্ষণ দাইমায়ের সাহায্যে একটি শিশুকে বাড়িতে প্রসব করানোটা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। কিন্তু যুদ্ধের পর থেকে দ্রুতগতিতে জাপান যখন আমেরিকা ও অন্যান্য পশ্চিমি দেশের ধাঁচে নিজেদের দেশকে গড়ে তোলবার লক্ষ্যে ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছিল তখন থেকে জাপানের চিকিৎসা ব্যাবস্থার ব্যাপক উন্নতি ঘটতে থাকে এবং তারফলে বাড়িতে শিশুকে প্রসব করানোর পরিবর্তে হাসপাতালে প্রসব করানোটা কতটা জরুরি এবং নিরাপদ সেই বিষয়ে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়। জাপানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এর পরবর্তী সময়কালে বিশেষকরে ১৯৪৭ থেকে ১৯৬০ এর দশকে শিশুমৃত্যুর হার নাটকীয়ভাবে হ্রাস পায়। এর প্রধান কারণগুলি হলো, প্রথমত যুদ্ধবিদ্ধস্থ নিজের দেশকে আবার পুনরায় গড়ে তোলবার জন্য জাপান তখন দ্রুতগতিতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির যুগে প্রবেশ করতে আরম্ভ করে এবং দ্বিতীয়ত দেশজুড়ে সার্বজনীন স্বাস্থ্য বীমা ব্যবস্থার প্রবর্তন করে ও দেশের সর্বত্র আমেরিকা ও পশ্চিমি দেশের পরিকাঠামোতে জাপানের স্বাস্থ্য ব্যাবস্থাকে গড়ে তোলে। তৃতীয়ত অসংখ্য হাসপাতাল তখন থেকেই জাপানের সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত করবার কাজ আরম্ভ হয়। এইজন্যই তখন থেকে বাড়ির পরিবর্তে হাসপাতালে চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে থেকে বাচ্চা প্রসব করাকে বেশিকরে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল। প্রসবের জায়গার পরিবর্তন হলেও এখনো "সাতোগায়েরি শুশসান" রীতিটির গুরুত্ব কোনো অংশে কমে নি বললেই চলে।

তবুও বলতেই হয়, এখনো জাপানের বেশীরভাগ মহিলারা যখন গর্ভবতী হয় তখন তাঁরা নিজেদের পিতামাতার কাছে থেকে সেখানকার কোনো একটি নিকটবর্তী স্থানীয় হাসপাতালে গিয়ে ডাক্তারের চিকিৎসার অধীনে থেকে সেই হাসপাতালে নিজের শিশুকে জন্ম দিতে নিরাপদ বোধ করে। সাক্ষাতকার নেওয়ার সময়ে, অনেক জাপানি মহিলারা এই রীতিটি পালন করার উপযোগিতা সম্পর্কে নানান ব্যাখ্যা দেয়। যেমন তাঁরা তাঁদের গর্ভবস্থার সময়ে যদি কিছু বিপদের সম্মুখীন হয় এবং তখন সেই মুহূর্তে যদি তাঁদের বাবা ও মায়েরা তাঁদের কাছাকাছি থাকে তাহলে সে ক্ষেত্রে তাঁরা মনের জোরে সেই সমস্যার সমাধান করতে পারবে বলে বিশ্বাস রাখে। তাঁরা আমাকে বলে, স্বামীরা কর্মজীবনে এতোটাই ব্যাস্ত থাকে যে আলাদা করে এই প্রসূতিকালীন সময়ে তাঁদেরকে কোনো সময় দিতে পারে না। তাই প্রসুতিকালীন সময়ে তাঁদের সাথে কখন কী দুর্ঘটনা ঘটবে আর কী বিপদ অপেক্ষা করছে এই উৎকণ্ঠা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এবং নিজেদের একাকীত্বকে অনেকাংশে দুর করবার জন্য তাঁরা এই "সাতোগায়েরি শুশসান" রীতিটি পালন করেছে বলে আমাকে জানায়। যখন আমি তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করি এই রীতিটিকে পালন করে তাঁদের কেমন অভিজতা সঞ্চয় হয়েছে? তখন তাঁরা বলে, এই রীতিটি পালন করার মাধ্যমে তাঁরা তাঁদের অভিভাবকদের পরামর্শে সন্তানকে ধীরে ধীরে কী ভাবে বড়ো করে তুলতে হয় সেই বিষয়ে যেমন জ্ঞান অর্জন করে তেমনই সদ্যজাত শিশুর লালন পালন করার কাজে ভালোভাবে মনোনিবেশ করতে সক্ষম হয়েছে। আবার অনেকে বলে, তাঁরা "সাতোগায়েরি শুশসান" রীতিটি পালন করতে পারার জন্য তাঁরা এটা ভেবে ভীষণ খুশি যে নিজের বাপের বাড়িতে গিয়ে তাঁরা অনেকটা সময় তাঁদের পরিবারের অন্যোন্য সদস্যদের সাথে কাটাতে পেরেছে যা তাঁরা কখনোই সুযোগ পায় না নিজেদের দৈনন্দিন কর্মব্যাস্ততার জন্য। আবার কেউবা বলে, বাপের বাড়িতে দীর্ঘদিন থাকার ফলে তাঁরা প্রচুর পরিমানে বিশ্রাম নিতে পেরেছে বলে তাঁদের দৈহিক দুর্বলতা ও সন্তান প্রসবের সময়ে যে শারীরিক ধকল তাঁদেরকে পোহাতে হয় তা অনেকাংশে তাঁরা কাটিয়ে উঠতে পারে এই সনাতন "সাতোগায়েরি শুশসান" রীতিটির মাধ্যমে। আবার অনেকে বলে, সন্তান প্রসবের জন্য শারীরিক ও মানসিক নানা দিক দিয়ে অনেক কিছু পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে একটা মেয়েকে যেতে হয় তাই ঐ সময়ে তাঁর নিজের বাবা মায়েরা সর্বক্ষণ যদি তাঁদের কাছে থাকে তাহলে তাঁরা শুধুমাত্র যে নিরাপদ বোধ করে তাই নয় বরং অনেক বেশি প্রাণোচ্ছল ও উজ্জীবিত বোধ করেন জীবনের নতুন অধ্যায়ের জন্য। কিছু জাপানি মহিলা আবার বলে প্রসব যন্ত্রণার শারীরিক দুর্বলতাকে কাটিয়ে আবার আগেকার মতনকরে স্বাভাবিক সুস্থ অবস্থায় তাঁরা ফিরে আস্তে পেরেছিল এই রীতিটিকে পালন করার মাধ্যমে। আবার অনেকে বলে এই রীতিটি পালন করতে পেরেছে বলে, তাঁরা অনেকদিন পর বাড়ির সকলের সাথে একত্রিত হওয়ার একটা সুযোগ যেমন পায় তেমনই যখন তাঁদের শিশুটি কান্নাকাটি করত তখন তাঁরা যদি সেইসময়ে ঘুমিয়ে পড়ত কিংবা

Litinfinite Journal Is Indexed By MLA Directory Of Periodicals & MLA International Bibliography, DOAJ, EBSCO, ProQuest, SCILIT, Ulrichsweb & Ulrich's Periodicals Directory, ICI World Of Journals, ERIH PLUS, J-Gate, JISC-*Sherpa Romeo*, DRJI, EuroPub & Other Major Indexing Services. (This Open Access article is published under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License.)

Litinfinite Journal, *Vol-4, Issue-1*, (2nd July, 2022)
ISSN: 2582-0400 [Online], CODEN: LITIBR
DOI: 10.47365/litinfinite.4.1.2022.63-70
Page No: 63-70, Section: Article

বিশ্রাম নিত তখনই সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের মায়েরা এসে শিশুটিকে কোলে তুলে নিয়ে শিশুটির কান্না থামানোর চেষ্টা করত। এছাড়াও, নিজের বাবা ও মায়ের কাছে প্রসূতিকালীন সময় থেকে থাকার ফলে অনেক বেশি বেশি করে তাঁরা পুষ্টিকর এবং স্বাস্থ্যকর খাবার ঐ সময়ে খেতে পেরেছে এবং সর্বক্ষণ বাবা মায়েরা কাছে ছিল বলে তাঁদের কোনো কিছু নিয়ে সেভাবে চিন্তা ভাবনা করতে হয় নি।

পরিশেষে এটা বলা যায় যে কোবায়াশি ইউকিকোর গবেষণা থেকে "সাতোগায়েরি শুশসান" রীতিটি কী ভাবে বিবাহ পরবর্তী কালে একটি মা ও মেয়ের পারস্পারিক সম্পর্ককে শক্তিশালী করবার জন্য কী ধরনের ভূমিকা গ্রহন করে থাকে সেই বিষয়ে আলোচনা পাওয়া যায়। কিন্তু এই রীতিটিকে পালন করার মাধ্যমে জাপানি মহিলাদের নিজস্ব কী অভিজ্ঞতা, কেন তাঁরা এই রীতিটিকে পালন করে চলেছে, এই বর্তমান যুগে এই রীতিটিকে পালন করা কেন এতো জরুরি সেই বিষয়ে বিন্দুমাত্র কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। আবার ওহোগো গবেষণা থেকে আমরা কী ধরনের গবেষণা এই "সাতোগায়েরি শুশসান" রীতিটিকে কেন্দ্র করে করা হচ্ছে সেই বিষয়ে জানতে পারি। আবার অন্যদিকে তাকেদা আকেমির গবেষণা থেকে জাপানের মেইজি, তাইশো, শোয়া যুগে জন্ম গ্রহন করে থাকা পাঁচজন জাপানি মহিলাদের মতামতের উপর নির্ভর করে "সাতোগায়েরি শুশসান" রীতিটির কেমন ধরনের ইতিবাচক ও নেতবাছক দিকগুলি আছে সেই বিষয়ে বিশদে জানা যায়।

কিন্তু আমি আমার এই রিসার্চ পেপারটির মাধ্যমে এই প্রথম জাপানের নাগোয়া শহরে বসবাসকারী বর্তমান প্রজন্মের জাপানি গর্ভবতী মহিলা ও মায়েদের কাছ থেকে সাক্ষাৎকার ও প্রশ্নাবলী জরিপের মাধ্যমে পাওয়া তথ্যের উপর ভিত্তি করে কেন এবং কী কারণে তাঁরা এই রীতিটিকে আজও পালন করে চলেছে সেই বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করবার চেষ্টা করতে পেরেছি। সময়ের সাথে সাথে সনাতন রীতিনীতি গুলি যতই আধুনিকীকরণ হোক না কেন এখনও জাপানি মহিলারা যখন গর্ভবতী হয় তখন তাঁরা এই পুরাতন রীতিটিকে পালন করতে বেশ পছন্দ করেন। শুধুমাত্র পছন্দই করেন তা নয়, সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তনশীল "সাতোগায়েরি শুশসান" রীতিটিকে পালন করার জন্য তাঁরা নিজেদের বাপের বাড়িতে ফিরে যেতে না পারলেও কখনো কখনো নিজেদের অভিভাবকদের নিজেদের বাসস্থানে এসে থাকবার অন্য ডেকে নেন। অল্প কিছু পরিবর্তন হলেও এই রীতিটি আজও জাপানি গর্ভবতী মহিলা ও সবেমাত্র মা হয়েছেন যে মহিলারা তাঁদের জীবনে এক অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে সেটা অনস্বীকার্য। এটা আশা করা যায় যে যতদিন ধরে জাপানের সমাজে একটি শিশু জন্ম নেবে ততদিন ধরে জাপানি প্রসূতি মহিলারা কিংবা মায়েরা নিজেদের সদ্যজাত শিশুকে ভালোভাবে নিরাপদে লালন পালন করবার জন্য এই "সাতোগায়েরি শুশসান" রীতিটি পালন করে যাবেন এবং এই রীতিটির গুরুত্ব কোনো অংশে কমে যাবে না। এই কারণেই হয়তো জাপানি সমাজে যতই আমরা আধুনিকীকরণ দেখতে পাই না কেন, আজও জাপানি মহিলাদের কাছে এই রীতিটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এই রীতিটি তাঁদের সাথে তাঁদের বাপের বাড়ির লোকজনদের পারস্পারিক সম্পর্ককে অনেক বেশী সুদৃঢ় করে তোলে।

Litinfinite Journal Is Indexed By MLA Directory Of Periodicals & MLA International Bibliography, DOAJ, EBSCO, ProQuest, SCILIT, Ulrichsweb & Ulrich's Periodicals Directory, ICI World Of Journals, ERIH PLUS, J-Gate, JISC-*Sherpa Romeo*, DRJI, EuroPub & Other Major Indexing Services. (This Open Access article is published under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License.)

ISSN: 2582-0400 [Online], CODEN: LITIBR
DOI: 10.47365/litinfinite.4.1.2022.63-70
Page No: 63-70, Section: Article

References

Akemi,Takeda. "Satogaeri Shussan no Ima Mukashi", *Josei to keiken*, Josei Minzokugaku Kenkyūkai hen, 1990, p.90-93.

Yukiko, Kobayashi. "Shussan zengo no Satogaeri ni Okeru Jitsubbo no Enjyo to Boshikankei Boseisei no Hattatau," Journal *of Japan Academy of Midwifery*, 2010, Vol.24, No 1, p.28-39.

Akiko, Ohga. "Satogaeri Shussan ni Kansuru Kenkyu no Doukou to Kadai"(The Trends and the Future Subjects of the Research on the "Satogaeri Childbirth"), *Yokohama Journal of Nursing*, Vol.2, No 1, 2009, p.64-68.

Kiyoshi, Oomura. "Satogaeri Bunben Shyakaiteki Jikou wo Chushin ni," Shusanki Igaku, 1990, Vol.20, p.503-508

Yorifuji, Takashi, et al. "The Role of Medicine in the Decline of Post-War Infant Mortality in Japan." *Paediatric and Perinatal Epidemiology*, vol. 25, no. 6, 2011, pp. 601–08. *Crossref*, https://doi.org/10.1111/j.1365-3016.2011.01216.x.

Dr. Hiya Mukherjee is currently working as a Japanese language consultant at the School of Foreign Languages, IGNOU. She received her Ph.D. in Humanities from the Graduate School of Humanities, Nagoya University, Japan, in 2021. Her research interest includes contemporary Japanese childbirth rituals and Japanese women. She was invited by NHK World Japan (Radio) to share her research experiences as an international student at Nagoya University and her research findings with friends in Japan and worldwide.

Litinfinite Journal Is Indexed By MLA Directory Of Periodicals & MLA International Bibliography, DOAJ, EBSCO, ProQuest, SCILIT, Ulrichsweb & Ulrich's Periodicals Directory, ICI World Of Journals, ERIH PLUS, J-Gate, JISC-*Sherpa Romeo*, DRJI, EuroPub & Other Major Indexing Services. (This Open Access article is published under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License.)